দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## একুশ শতকের শিক্ষা

জয়দীপ দে, প্রভাষক
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম

# শিক্ষা উপকরণ

পুরনো বাংলা সাহিত্যে একটা প্রবচন প্রায় দেখা যায়, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। অর্থাৎ কানে শোনা কোন বিষয়কে চোখে দেখার পর তার সত্যতা নিশ্চিত হওয়া। কিন্তু আমাদের এতো কালের শিক্ষা সেই বিবাদ রেখে দিতেই উৎসাহী ছিল,ভঞ্জনে নয়। যে ছাত্রটি মুখস্থ করে পাঁচ পাতা গরু রচনা লিখতে পারবে সেই পাবে হাইয়েস্ট নম্বর। অন্য ছেলেটি, যে সারাদিন মাঠে ঘাটে গরু চড়িয়ে বেড়ায়,তার মুখস্থ করার দক্ষতা নেই বলে পরীক্ষা একের এক ডাব্বা পেয়ে যাবে। গরু রচনা লিখতে না পারার দায়ে গরুর অপবাদ নিয়ে স্কুল ছাড়তে হবে তাকে।

মাথা কাটানোর এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাথা খাটানোর করে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। তাই সৃজনশীল পদ্ধতিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। একুশ শতকের শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শোনা-দেখা-ভাবা-করা-লেখার মধ্যে সেতু বন্ধন গড়ে তোলা। শিক্ষকের এই দায় মেটানোর অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা উপকরণ। পাঠকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাই শিক্ষা উপকরন। সেটা হতে পারে সুঁচ থেকে একটা সুপার কার। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একজন শিক্ষক তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা মাথায় রেখে শিক্ষা উপকরণ বেছে নিবেন। অনেক শিক্ষক আফসোস করে বলেন, যে বেতন পাই তাতে মাসের তিরিশ দিন যায় না, তার উপর গাঁটের পয়সা খরচ করে উপকরণ বানাবো ? না, আমি মোটেও এর পক্ষে নই। কেন বাড়তি পয়সা খরচ করতে যাবেন, আপনার চারদিকে একটু নজর দিন। আজ পত্রিকায় বড়ো করে সাকিব আল হাসানের ছবি এসেছে-পড়া শেষ হলে কেটে তুলে রাখুন। কোন একদিন ক্লাসে এটা দেখিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন। কিংবা গত বছরের অনেকগুলো পুরনো ক্যালেন্ডার জমা হয়ে গেছে বাসায়, সেটা থেকে ছবি কেটে তুলে রেখে দিন ক্লাসের জন্য। মসফার্ন যত্রতত্রই চোখে পড়ে। তা দিয়ে দিব্যি পড়িয়ে ফেলতে পারেন অপুষ্পক উদ্ভিদের অধ্যায়টি। প্যাসকেলের সূত্র পড়ানোর জন্য কয়েকটা ফেলে দেয়া পানির বোতল কুড়িয়ে রাখুন। অভিস্রবণ পড়ানোর জন্য একটা আলু নিয়ে যান ক্লাসে, কয়টা টাকার আর ব্যাপার!

আপনার এই ছোটখাটো চেষ্টাই দেখবেন ক্লাসে কেমন জাদুর মতো কাজ করে। যে বেপরোয়া-বিচ্ছুটিকে নিয়ে আপনার ত্রাহিত্রাহি দশা,তাকেই হাতেকলমে কিছু করতে দিন, দেখবেন তার মতো মনোযোগী মানুষ জগত-সংসারে দুটো আছে বলে মনে হবে না। আসলে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বয়সের কারণেই স্ফূরণমুখর একেকটা মানুষ। সে চায় তার প্রতি সবাই মনোযোগ দিক। আর মনোযোগে আকর্ষণের জন্য তার কিছুনা কিছু করা চাই। আপনি যদি তাকে ক্লাসে ইতিবাচক কিছু করার সুযোগ না দেন, এমনি সে সে খুঁজবে অন্য পথ। সে ব্যস্ত হয়ে উঠবে অন্য শিক্ষার্থীর মনোযোগ পেতে। বাধাগ্রস্ত করবে আপনার কার্যক্রম। আর একটু বুদ্ধি করে যদি তার ব্যস্ততা আর আপনার ব্যস্ততা একই সূত্রে বেধে ফেলতে পারেন, দেখবেন স্রোতের অনুকূলে বয়ে যাওয়া নৌকোর মতো তরতরিয়ে চলছে আপনার পাঠদান কার্যক্রম।

ক্লাসে আহ্নিক আর বার্ষিকগতি বোঝাতে প্রায় সমস্যা হয়। দুটোতে তাল গোল পাকিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। আপনি সবচেয়ে দুষ্টু শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দিয়ে দিন না এই সমস্যা সমাধানের। তাকে বলুন বাসা থেকে লাটিম আর দড়ি নিয়ে আসতে। লাটিম মেরে সে দেখিয়ে দিক পৃথিবী তার অক্ষে আবর্তিত হতে হতে কিভাবে তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষা উপকরণ আনানোর পাশাপাশি বানাতে ও পারেন। যেমন বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেয়াল পত্রিকা রচনা, ছোটখাটো বিজ্ঞান প্রকল্প, বিষয়ভিত্তিক চিত্রাংকন, হস্তশিল্প তৈরি করা।

একটু সচেতন মন নিয়ে চারদিকে তাকান। দেখবেন আপনেই বলে উঠবেন, আরে- উপকরণের তো অভাব নাই। শুধু মনের মধ্যে একটা প্রত্যয় রাখতে হবে আমি প্রতিদিন কোন না কোন উপকরণ নিয়ে আমার শিক্ষার্থীর সামনে হাজির হবো। এই একটা প্রত্যয় আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিবে। আর এটা একবার অভ্যাসে রূপ পেলে অধরা আপনা থেকেই ধরা দেবে; তেমন কায়ক্লেশের প্রয়োজন পড়বেনা। উপরন্তু পাঠদানের মতো শ্রমসাধ্য কাজটা অনেক সহজ ও প্রাণবন্ত হয়ে যাবে। চোখ লাল করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগী করা লাগবেনা। সে দেখবেন লোলুপ চোখে তাকিয়ে থাকবে আপনার জাদুর ঝুলির দিকে। কি নাকি বের হয় এখন। যে ছাত্রটা এক সময়



পড়ানোর সময় ব্যস্ত থাকতো অন্য কোন ছাত্রের গায়ে চিমটি কাটানোর জন্য, সেই দেখবেন কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আপনার উপকরণ। এটা ওটা ভুল ধরছে। হুংকার দিয়ে বলছে, স্যার এর চেয়ে আমি ভালো করতে পারব। বইয়ের কালো কালো অক্ষর যেখানে জ্ঞানের মহিমা প্রকাশে অক্ষম, সেখানেই অব্যর্থ বাস্তব উপকরণের উপস্থিতি।

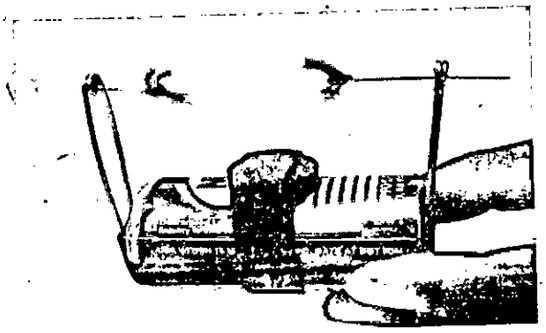

প্রযুক্তির কল্যাণে এখন উপকরণ অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি স্কুলে ল্যাপটপ ও মডেম চলে গেছে। একটু গুগল গিয়ে সার্চ দিলেই হলো। রাজ্যের সব তথ্য চোখের সামনে ডালা মেলে ধরবে। বেছে নিন আর প্রজেক্টরে লাগিয়ে দেখিয়ে দিন ক্লাসে। একটা সময় ছিল বুক না চিড়লে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকল্প দেখানো অসম্ভব ছিল। এখন ইউটিউবের কল্যাণে সেটা জলবৎতরলং। তবে একচেটিয়া প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়ার পক্ষে আমি নই। ভিডিও তে ফুল দেখে শেখার চেয়ে বাস্তবে ফুল দেখা জরুরি। কারণ ভিডিওতে ফুলের গন্ধ-স্পর্শ তুলে ধরা অসম্ভব। অসম্ভব তার শিহরণ জাগিয়ে তোলা।শিশুকাল থেকে কোন মানুষকে যন্ত্র নির্ভর করে তুললে সে সমাজের যন্ত্রণা হয়ে উঠতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার মাণবিক অনুভূতি গুলো। তাই সব ধরনের উপকরণের সমন্বয় ঘটাতে হবে ক্লাসরুমে। কিছু উপকরণ তাকে তথ্য দিবে, কিছু উপকরণ অনুভূতি, কিছু আবার তাকে হাতে কলমে সচল করে তুলবে। তবেই না তৈরি হবে নতুন যুগের নতুন মানুষরা।